প্রকাশক—
শ্রীপ্রেমানন্দ সাহানা
৫০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০

সত্য-সাধনা ছাপাখানা
প্রিণ্টার—নির্ম্মল চন্দ্র সাহা
৩৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা।

সাকি সুরা গুলাব প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভোগ্য দ্রব্য নিচয়ের গুণগান করিয়া ওমর খৈয়াম বহু পূর্ব্বেই কয় শত "রবাই" রচনা করিয়াছিলেন। ফিট জেরাণ্ড সাহেব অনেকগুলি রবাই এর ইংরাজী অনুবাদ করেন। বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য কাব্য রসিকগণ সাদর অভ্যর্থনার সহিত উহা গ্রহণ করেন। দেখা যায় বাংলায় কোন কোন কবি ঐরূপ আকারের কবিতা লিখিয়া সেগুলির নাম দেন রবাই। রবাই শব্দের অর্থ চারি ছত্রে একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশক কবিতা; রব আরবী শব্দ অর্থ চারি। ওমর খৈয়মের বহু পূর্ব্বে ভারতে "অমরু শতক" "নীতি শতক" "সদ্ভাব শতক" প্রভৃতি চারি ছত্রে পূর্ণ বাক্য প্রকাশক বহু কবিতাই রচিত হইয়াছিল। সেগুলির কোন নাম দেওয়া হইয়াছিল কিনা জানি না। বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হিন্দী ভাষায় ঐরূপ বহু কবিতা রচিত হইত এবং এখনও হয়। সেগুলিকে চৌপাই বলা হয় এবং সেগুলি বাদ্য সহকারে গীত হয়। কবি গোবর্দ্ধন মিশ্র "আর্য্যাসপ্ত শতী" লিখিয়াছিলেন। সংস্কৃতের ছন্দ বিশেষকে আর্য্যা আখ্যা দেওয়া হইলেও তিনি কি অর্থে আর্য্যা শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে তাঁহার সাত শত আর্য্যার সবগুলির ছন্দ এক

নয়। বাংলা ভাষায় আর্য্যা শব্দটির যে একটি স্থির অর্থ গৃহীত হইয়াছে তাহা শুভঙ্করের অঙ্ক সম্বন্ধীয় আর্য্যা হইতে বেশ বুঝা যায়। ছন্দের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া চারি ছত্রে একটি পূর্ণ বাক্য প্রকাশক কবিতাকে আর্য্যা বলা হইয়াছে। আমিও সেই অর্থে আর্য্যা শব্দ ব্যবহার করিলাম। এই আর্য্যাগুলির রচনার কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। বহু বৎসর ধরিয়া যখন যাহা মনে হইয়াছে এবং সময় ও সুযোগ পাইয়াছি, দুই একটি আর্য্যা রচনা করিয়াছি। এরূপ অনেক বৎসর গিয়াছে যখন একটি আর্য্যাও রচিত হয় নাই। কাজেই এগুলির মধ্যে যে ধারাবাহিকতার অভাব লক্ষিত হইবে তাহাই মনে হয়। এগুলিকে সাধারণের নিকট প্রকাশের ইচ্ছা ছিল না। বন্ধুগণের কথায় এগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইতি—

বাঁকুড়া, আনন্দ কুটীর
মাঘ, ১৩৬৩

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ

আর্য্যাশতক বা টুকরা।

(১)

মনটা ভরা টুকরা ভাবে,
টুকরা মেঘে আকাশ ছায়,
টুকরা দিয়েই গোড়ায় বিধি
গড়েছিল এই তুনিয়ায় ;
টুকরা মণিই গেঁথে গেঁথে
আমাদের এ জীবন হার,
টুকরা মোদের আলোয় খেলে
গোটার বেলাই অন্ধকার।

(২)

গোটা যে কেমন পারি না বুঝিতে,
শুনি বলে সুধীজন,
অব্যয়, অক্ষর, এক অদ্বিতীয়
নিত্য সত্য সনাতন
অগোত্র, অশ্রোত্র, চোখ নাই দেখে,
পা নাই ভ্রমে জগৎ,
রূপ তার নাই আছে সব ঠাঁই
অণু ও অতি বৃহৎ।

(৩)

তোমা ধরিবার কি আছে আমার
তাই ভাবি অনিবার
কিরূপে আমার সফল হইবে
তব তরে অভিসার ;
ইন্দ্রিয়েরা তব পায় না নাগাল
মনও সে মিছে ছুটে,
বিহ্বল বুদ্ধি ধেয়ে গিয়ে শেষে
গভীর আঁধারে লুটে ।

(৪)

প্রভাত হইতে ব্যাকুল হৃদয়ে
তব মন্দির দ্বারে,
বসে আছি দেবি, রূপের মাধুরী
আঁখি ভরি দেখিবারে ;
সাঁঝের অ াধার নামিয়া আসিল
তুমি খুলিলে না দ্বার,
বহু জন সাথে পথে চলি তাই
বুকে ধরি হাহাকার ।

(৫)

বড়ই নিঠুরা তুমি প্রিয়া মোর
দুঃখ দিয়ে সুখ পাও,
আমি ছুটে মরি পিছনে তোমার
তুমি ফিরে নাহি চাও
বঁড়সীতে গাঁথি মৎস যেমন
রঙ্গে ছিপুড়ে খেলে
রূপ বঁড়সীতে গাঁথি মোর মন
খেলিতেছ কুতুহলে।

(৬)

প্রিয়া আমার পর্দ্দানসীন
বোরখা ঢাকা মুখ,
এতদিনেও ঘট্‌ল না তাই
চোখে দেখার সুখ ;
সলভ যেমন আকুল দিঠে
তারার পানে চায়
প্রিয়ার পানে চেয়েই শুধু
জীবন কেটে যায়।

(৭)

শুনি নাই কোন কোকিল কাকলী
প্রিয়ার কণ্ঠে বাজে,
কোন ঝঙ্কারে রাঙা ঠোঁট দুটি
চারুভঙ্গীতে সাজে,
কবির খেয়াল তারকার গীত
শুনিতে পাগল মত
সুনীল সুদূর আকাশের গায়
চেয়ে থাকি অবিরত।

(৮)

কোথা যেতে হবে নাহি জানি বলে
পথ চলা মোর হলো না
একই পথে শুধু ঘুরে ঘুরে মরি
গোলক ধাঁধার ছলনা,
সিরাজী সোহাগে সরাইরে ভাবি
চির নিকেতন মোর,
জানি না কখন তপন কিরণে
কাটিবে এ কুয়া ঘোর।

(৯)

কোথা হতে এলাম হেথায় কোথায় যেতে হবে
নিবিড় আঁধার তুইই ঘিরে রয়,
মাঝের কটা দিনও শুধুই আলো আঁধার ঘেরা,
শুধুই দ্বিধা শুধুই যে সংশয় ;
পশু আমায় ডেকে বলে ভাবনা কিসের ভাই
হেসে খেলে কাটাও গণা দিন,
বুকের মাঝে সে যে বলে ওটা নয়রে পথ,
নয়রে জীবন মাত্র ক'টা দিন।

(১০)

হারাইয়া গেছি বিশ্বের হাটে
বেসাত করিতে এসে,
কি রূপে মিলিব আপনার জনে,
ফিরিব আপন দেশে !
শত দিক হতে আসে শত ডাক
সাজিয়া আপন জন,
ও নহে ও নহে কহে সদা মোর
ব্যাকুল বিহ্বল মন।

(১১)

চারিদিক হ'তে আসে শত ডাক
সুমধুর চেনা সুরে,
অন্তর মোর সাড়া নাহি দেয়
দৃষ্টি তাহার দূরে,
রূপে রসে ভরা মোহিনী মুরতি
ডাকে খেলিবার তরে
আপন ভোলান সে খেলা খেলিতে
গৃহিনী বারণ করে।

(১২)

শতেক জনার শতেক কথার
জোর ধাক্কার বলে
সূতা ছাড়া লাঠিম মত
মনটা ঘুরে চলে,
খাড়া থাকি ঘুরি যখন
থাম্‌লে পড়ে যাই,
তাইতে পাগল মনটা নিয়ে
ঘুরেই চলে যাই।

(১৩)

রক্ত মাংসের খোরাক খুঁজেই
সারাজীবন কাট্‌ল আমার,
বুকের মাঝে কাঁদে কে যে
কোন দিন খোঁজ করি নাই তার ;
দেখতা সুখের খেয়াল ধরে
চল্‌ব ভাবি আপন মনে,
জোর করে সে ফিরায় মোরে
ঠিক যা করে আপন জনে।

(১৪)

আপন জনের পোষাক পরা
বুকের মাঝের সেই জনারে,
জান্‌ব বলে চিন্‌ব বলে
ছুটি যখন অন্ধকারে
চিরদিনের সঙ্গী আমার
হাত পা গুলো দৌড়ে এসে
আঁকড়ে ধরে আদর করে
পরিচিত বঁধুর বেশে।

(১৫)

ঘরে বাইরে দ্বন্দ বাধে
মনটা ভরে সন্দে আমার,
এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়
ঘনিয়ে ওঠে ঘনান্ধকার ;
ষাঁড়ে ষাঁড়ে বাধলে লড়াই
উলু খাগড়া হারায় প্রাণ
জানি না এই দ্বন্দে পড়ে
কিসে আমার পরিত্রাণ।

(১৬)

যৌবনের সেই সকাল বেলায়
ফুট্‌ত গোলাপ গুলবাগে মোর,
রাঙা রংএ নয়ন পাগল
গন্ধে অলি হ'ত বিভোর ;
আজো বাগান আছে খাড়া
ফোটে গোলাপ আজো তায়
চালসে কিম্বা নাকের দোষে
নাই সে রঙ নাই গন্ধ হায়!

(১৭)

এ জীবন কালবৈশাখীর
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত বয়ে,
চলিয়াছি নিঃসঙ্গ পথিক
ভবিষ্য আশারে বুকে লয়ে
তীব্র ঝড়ে ঝরে কাঁচাফল
বজ্রাহত তরু ভগ্ন শাখ,
ভেঙেছে ভবিষ্য স্বপন,
অট্ট অট্ট হাসিছে বৈশাখ।

(১৮)

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে
ধাঁধা লাগে কোন পথে যাই,
পথের ঠিকানা খুজে খুজে
এক পদও চলা হল নাই
কেহ বলে যাও পূৰ্ব্ব মুখে
অন্যে বলে পশ্চিমেতে যাও,
পথ যদি জেনে থাক কেহ
পথের নিশানা বলে দাও।

(১৯)

রক্ত মাংস মেদ মজ্জাময়
দেহী আমি, আত্মা শুধু নই
আত্মার ক্ষুধায় খাদ্যে যদি
আত্মা বাঁচে, দেহ বাঁচে কই ;
ক্ষুধায় আতুর শিশু যবে
স্তন্য লাগি করয়ে ক্রন্দন
বাঁচিবে কি ওষ্ঠে যদি তার
দাও শুধু স্নেহের চুম্বন ?

(২০)

কোন খেয়ালী খেয়াল বশে
গড়ল ধরা এমন ধারা,
চলছে সবাই হেলে দুলে
খেয়ালেতে আপন হারা ;
জানে না কেউ গোড়ার কথা
আখের অন্ধকারে ঢাকা,
জীবনের নাচ জমে না তাই
মনে হয় এ শুধুই ফাঁকা।

(২১)

এ দুনিয়ায় চল্‌ছি মোরা সবাই
আপন আপন খেয়ালটিরে ধরে,
নিজে নিজে ঠিক করে নিই ভেবে
বিশ্ব আছে শুধু আমার তরে,
দুদিনে যে ভেঙ্গে যাবে খেলা
সে কথাত পায় না মনে ঠাঁই
আশাশ্বতে চিরন্তন ভাবি
অন্ধকারে ছুটে চলি তাই।

(২২)

ফুলদানী তোর ফুলের তোড়ায়
ফুট্‌ল ফোটো এ দুনিয়ার
নাইক জীবন, নাইক পরাণ,
নাইক শিকড়, শুধুই বাহার;
রঙ বেরঙের ফুলগুলি তোর
দুদিনে যায় শুকিয়ে ঝরে,
মূর্খ জ্ঞানী রাজা ফকীর
বেমালুম সব যায়রে মরে।

(২৩)

দুনিয়া চলে মুখের কথায়
জগৎখানা কথায় গড়া,
খোজ করে তাই সারাজীবন
মিলল না জগতের গোড়া,
কথা শুধু মুখের হাওয়া
বুকেতে তার গোড়া কই,
গোড়া বিহীন মুখের কথায়
মুগ্ধ হই আর অবাক হই।

(২৪)

জীবনের এই আঁধার পথে
স্থির আলোকের মত,
আমার সাথে আমার বঁধু
থাকৃত অবিরত ;
বিপদ যখন কষ্টি নিয়ে
কষ্তে এলো তায়,
স্বার্থ খাদে ভরন নিকষ
নাইক সোনা হায়।

(২৫)

সারাজীবন কষ্টি ধরে
বেছে আসল মেকি,
চলতে যদি হয় ও পথে
সত্যি চলা সেকি ?
অমন ধারা চলার চেয়ে
না চলাইত সুখ,
না চলায়ত ছুরির ঘায়ে
ভাস্‌বে নাক বুক।

(২৬)

হিসাবী ভাই হিসাব কোথা পাব
বেহিসাবেই কাট্‌ল আমার আয়ু,
বেহিসাবেই পেলাম জীবনখানা
বেহিসাবেই ছুটবে পরাণ বায়ু ;
এ দুনিয়ার সবই হিসাব করা
দয়া প্রেম আর স্নেহ ভালবাসা
নিক্তি ধরে ওজন করা সবই
বেহিসাবীর তাই মিলেনা বাসা।

(২৭)

হিসাব করে বল্‌ব কথা ভাবি,
বেহিসাবটা হিসাবে দেয় নাড়া,
হিসাব তখন মূর্চ্ছা খেয়ে পড়ে
বেহিসাবটা জোরে বাজায় কাড়া ;
হিসাব বেহিসাবের দ্বন্দে পড়ে
আকুল পরাণ ফুটির মত ফাটে,
বেহিসাবেই আঁকড়ে ধরে চলি
সেলাম তোমার হিসাবের ঐ ঠাটে

(২৮)

বিশ্ব মাঝে করিনু প্রচার
শুনে এসে মহতের বাণী·
"মিথ্যা, ছল, আপনার কথা"
চারিদিকে হ'ল কানাকানি ;
নির্ঝরের নিরমল জল
বহিয়া মলিন ধূলি পরে
সমল পঙ্কিল হয়ে ওঠে
তৃষা নাহি নিবারণ করে।

(২৯)

খেয়ালীর খেয়ালের কথায়
বন্যা বহে যায়,
অতীত ধারা যুক্তি বিবেক
ভাস্‌ল সবই তায় ;
প্রাণের প্রিয় বঁধুর গায়ে
লাগল যখন বান
পড়্‌ল ভেঙ্গে খেয়ালীর সে
উচ্চ আসন খান।

(৩০)

বর্ষা যখন নেমে এল জোরে
কর্ম্মী যত কৃষিজীবীর দল
ক্ষেত্র রোপন কার্য্যে হ'ল রত,
ভেক শুধুই করলে কোলাহল ;
শীত যখন কাঁপিয়ে ধরা এল
স্বর্ণ শস্যে উঠ্‌ল ভরে গোলা,
বর্ষা মাঝেই সাপের খোরাক হয়ে
থামল ভেকের জোর্‌ আওয়াজি গলা।

(৩১)

'এক যে ছিল রাজা
তার ছিল দুজন রাণী'
বাংলা দেশটা করলে প্রচার
সুমহান এই বাণী ;
এক রাণীরে বাসল ভাল রাজা
অন্য রাণী ফাটে অভিমানে
অভিমানটা ফুটল এমনি রূপে
মানের কান্না তুললে না কেউ কানে

(৩১)

নেতা বল প্রতিনিধিই বল
মানুষ ছাড়া আরত কিছুই নয়,
নিজের মাঝেই দেশটা দেখে তারা
নিজের কথাই দেশের বলে কয়
দেখুক্ বলুক ক্ষতি নাইক তায়
ভুল করাত মানুষেরই কাজ,
লাজে মরি দেখি যখন তাদের
ক্ষুদে অঙ্গে দেবরাজের সাজ।

(৩৩)

অধিকারী বললে ফেলারামে
"ভীমের পার্ট দিলাম তোমার পরে
হাত পা নেড়ে ঘুরিয়ে টিনের গদা
বলবে যাতা বোলো দম্ভভরে",
ফেলু সেটা মানলে এতই বেশী,
চারিদিকেই ছুটল হাসির বান,
কুন্তী যখন ডাকলে "বাবা ভীম"
হুঙ্কারে তার ছুটিয়ে দিল প্রাণ।

(৩৪)

দীনবন্ধু গেয়েছিল অনেক দিন আগে
মানিক পীরের গান,
আইন সভার ঠাণ্ডা হাওয়ায় উঠছে ফুটে আজ
পুরাতন সেই তান ;
কত কদু কত কুমড়ো রইল দূরে পড়ে
তুচ্ছ হলো কত ন্যারেল ব্যাল
আজগুবী দুনিয়ার খেলার চোটে
দেখছে লোকে সরষির মধ্যে ত্যাল।

(৩৫)

পূব বাংলার পাকা আমে
পাখী কীটের মত,
আম আকারের আইন সভায়
গজিয়ে ওঠে কত
নিত্য নূতন আইন কানুন,
তারিফ তাদের এই
দুদিন পরে পলায় উড়ে,
দেশটা যে কে সেই।

(৩৬)

নাগর তোমার দোলনায় চড়ে
পাক খেয়ে প্রাণ যায়,
দাও নামাইয়া দূরে দোলনার
স্নিগ্ধ পাদপ ছায় ;
কতদিন বঁধু দোলনার খেলা
খেলিবে বলগো আর,
মুছে দাও সখা ক্লান্তির কালি
ঘন লেখা বাসনার।

(৩৭)

আমি যাহা বুঝি, তার বাড়া আর
বুঝিবার কিছু নাই,
কাটিয়া ছাঁটিয়া নূতন করিয়া
ধরায় গড়িতে চাই;
গুমরি কাঁদিছে ধরণী, আমার
প্রীতির রূদ্র শাসনে
। গোপনে কাঁদিছে
ত্যজিয়া আপন আসনে।

(৩৮)

সারাদিন আমি আসিনু চলিয়া
সহজ পথটি ধরে
পথ ও গম্যের দ্বিধা সংশয়
জাগেনি বারেক তরে
সাঁঝের আঁধার আসিল নামিয়া
নয়নে জড়ায়ে ঘোর,
দ্বিধা সংশয় গুরু ভারে আজ
বিহ্বল হৃদয় মোর।

(৩৯)

নিবিড় আঁধার ঘেরা চারিধার
পথ নাহি দেখা যায়,
কণ্টকময় সঙ্কট পথে
চলিতে যে ভয় পায় ;
অতি সাবধানে চলি ধীরে ধীরে
তবু পিছলিয়া পড়ি,
পারি চলে যেতে তুমি যদি বঁধু
হও অন্ধের নড়ি।

(৪০)

বিকল চরণ পারে না চলিতে
কুয়া ঘেরা চারিধার,
না পেয়ে তোমায় হ'বে কি আমার
নিষ্ফল অভিসার !
বাঁশী স্বর তব পশে এসে কানে
তোমা না দেখিতে পাই ;
হাতে ধরে লও তোমার কুঞ্জে
আর কিছু নাহি চাই।

(৪১)

বিজন বিপিনে পিচ্ছিল পথে
ঘন অন্ধকারে চলি
একজনো কেহ নাহিক এখানে
যারে আপনার বলি ;
ভুলে যাই পথ, দিক ভুলে যাই,
নিজেরে ভুলিয়া যাই,
আঁকাড়িয়া ধরি আপনার বলি
গভীর আঁধারে তাই।

(৪২)

শাস্ত্র, শাস্ত্র চল হাঁক ফুঁকে
শাস্ত্র কি বলে বুঝনা তা,
সেই সে শাস্ত্র তোমার মনের
খেয়াল খোরাক যোগায় যা ;
ঋষির রচিত শাস্ত্রের মাঝে
অনুদার ভাব কিছুত নাই,
গোঁড়ামি ছানিতে ঝাপসা নয়নে
সে বাণী কিরূপে বুঝিবে ভাই!

(৪৩)

সবার মাথায় স্থাপিয়া চরণ
গৌরবভরে চলিয়া যাও
নিজের বড়াই করিতে প্রচার
শাস্ত্র বাণীর দোহাই দাও ;
শাস্ত্র বাণীর সন্ধান যদি
কর সোজা পথে সরল মনে
দেখিতে পাইবে তোমার আসন
লুঠেরার আর চোরের সনে।

(৪৪)

সঙ্গোপনে প্রকৃতির ঘরে উঁকি দিয়া বহুবার
দেখেছি তোমারে,
শুনেছি তোমার কণ্ঠস্বর বসন্তের উষাকালে
বিহগ ঝঙ্কারে ;
ক্লান্তপদে খুঁজিতে খুঁজিতে পাই নাই কোন দিনই
দেখিতে তোমারে
অবিশ্বাস অন্ধকারে ঢাকা বিচিত্র কুটিল এই
মানব ব্যাপারে।

(৪৫)

সবার চক্ষু বেঁধে দিয়ে, আপন চক্ষু রেখে খোলা
কানামাছি খেলছ আপন মনে,
কাছে থেকেও অন্তরালে ডাকছ তুমি নানান স্থুরে,
তোমার স্থিতি জানিয়ে জনে জনে ;
এই ধরি এই ধরি ভেবে বাঁধা চোখে অন্ধকারে
চারিদিকে হাতড়ে মোরা মরি ;
ক্ষণেক চক্ষু পেলে খোলা খেলার করি অবসান
বুকের মাঝে আকড়ে তোমায় ধরি।

(৪৬)

পাষাণের কারা ভেদি নির্ঝর যখন
বাহিরায় মুক্তি পথে, মহোল্লাসে নেচে আর গেয়ে,
শুষ্ক ম্লান ফেন রাশি উপরে যা ভাসে
যদি কোন অতিবিজ্ঞ সেটিরেই দেখে শুধু চেয়ে
নাহি দেখি নীচে তার চলেছে নাচিয়া
সুশীতল স্বচ্ছ ধারা, তৃপ্তি শত তপ্ত কামনার,
সে যদি তাচ্ছিল্য ভরে নিন্দে নির্ঝরেরে
তীব্র উপহাস রাশি মস্তকেতে ঝরে পড়ে তার।

(৪৭)

বর্ষ শেষের বিদায় গানের পাশে
নেচে চলে নববর্ষের আগমণীর গান,
দীপ্ত প্রাণের লোহার বাসর ঘরে
মৃত্যুনাগের ছিদ্র পথে গোপন অবস্থান
বলতে মোরে পারলে না কেউ কভু
পুরাণ, কোরাণ, স্মৃতি, বাইবেল. বেদ,
আলো-আঁধার, স্বর্গ-নরক, আর
জীবন-মরণ মাঝে কতখানি ভেদ।

(৪৮)

তুনিয়ার এই ছবিনাচের পটের অন্তরালে
যে বাজিকর সূতা টেনে নাচায় সবারে
স্থান ও কালের হস্ত তুটো নাগাল পায়না তার
অনুমানটা ঘুরে মরে ধরতে যে তারে ;
যার সূতার টানে নড়ে চড়ে মোদের দেহের কল
মাথার মাঝে ঘী ও ধীয়ের চলে বিষম খেলা
সেই দেহ আর মাথা যে গো ধরতে চলে ছুটি
বাজিকরে—সেও কি ঐ সূতা টানার খেলা !

(৪৯)

প্রপঞ্চের আড়ালে থাকি যে বাজিকর সূতার টানে
নাচায় বিশ্বে আপন খেয়াল ভরে,
তার কথা পড়ে না মনে কভু ছুটি যখন সারা বিশ্ব মাঝে
নেশার ঝোঁকে নিজের খেয়াল ধরে ;
মনে করি আমিই বিশ্বপতি, কর্ত্তা আমি সকল কাজের হেথা
রা অন্যে কর্ত্তা বলে,
ভিতর এই খেয়ালের খেলাও কিগো
র সূতার টানেই চলে ?

(৫০)

কি করিতে এলাম হেথায়
কি করে আজ যাই গো চলে !
বোঝ যারা এ রহস্য
দয়া করে দাও না বলে ;
আমার মাঝে দুজন আমি
কাজেই খুজে পাইনা মোরে
দেব দানবে চল্‌ছে লড়াই
চল্‌ছি যেন ঘুমের ঘোরে।

(৫১)

বাণী বলে যাহা ধরিনু হৃদয়ে
সে যে হলো হরবুলি,
দেবতা বলিয়া পূজিনু যাহারে
সে আজ চুমিছে ধুলি ;
কি রকম দোষে উচল অচল
হইল অগাধ জল !
অঙ্গুলি দিয়া চক্ষে আমার
ধাতা হাসে খল খল।

(৫২)

দেব গরজনে সম্বিৎ হারা
আঁধার শাওন রজনী,
ভুল করি আমি আবর্ত্ত বিপথে
চালানু জীবন তরণী ;
ভুল ফণী লয়ে ফুল মালা সম
পরিনু কণ্ঠে যতনে
তাই বিষে প্রাণ কাঁদে হাহাকারে
অশ্রু ঝরিছে নয়নে।

(৫৩)

আঁধার আলোক আসিতেছে নামি
আলোক-আঁধার হতেছে শেষ
এখন আমায় এদেশ ছাড়িয়া
চলে যেতে হবে অচেনা দেশ ;
এদেশ আমার সেদেশ তা নয়
হয়ত তখন ভাঙ্গিবে ভুল,
হবে দুদেশই আমার,
দেখিতে পাইব সত্যের মূল।

(৫৪)

বিশ্বের হাটে পাঠালে যখন
বলেত দিলে না প্রভু
হাটুয়া গণের আনন্দ ব্যথায়
যোগ নাহি দিব কভু ;
মিলেছি বলিয়া হাটুয়া গণের
চির হাসি কান্নায়
তোমার আমার যোগের সূত্র
ছিঁড়িয়া যাবে কি তায় ?

(৫৫)

এ ধরণী ভুলে ভরা
ভুলে ভরা মানব জীবন,
ভুলেই আরম্ভ এর
মধ্যে ভুল, ভুলে সমাপন ;
বিশ্বেশ্বর ভোলানাথ
ভুল ধরি কেন কর রোষ
তব ভুলে ভুল করি
তাহে বল মোর কিবা দোষ

(৫৬)

খুজে ফিরি তোমায় কেতাবে পুরাণে
বেদ সংহিতার লেখার মাঝে,
পাইনা সন্ধান রয়েছ যে মোর
ঘিরি সবটুকু সকাল সাঁঝে ;
হাতাড়ি হাতাড়ি অন্ধের মত
তোমা খোজা কি গো হবেনা শেষ
আঁধারেবি মাঝে কাটিবে জীবন
পাব না দেখিতে আলোর দেশ।

(৫৭)

হৃদয় আসন শূন্য পড়ে আছে
তুমি এসো নাই বলে,
আঁধার মলিন জীবনের দিন
মন্দ গতিতে চলে ;
বহে চারিদিকে আনন্দ পবন
আমিই আনন্দহীন,
এসো বঁধু এসো বসো হৃদাসনে
কেটে যাক্ দুর্‌দিন।

(৫৮)

সারা রাত ধরে চলে অভিনয়
মানিক সাজিয়া চলে,
কভু সাজে বীর কখন ফকীর,
লোকে বাহা বাহা বলে ;
প্রভাতে যখন উদিল তপন
অভিনয় হলো শেষ,
বিস্ময়ে দেখি হাড় সার তনু
সব সাজা অবশেষ।

(৫৯)

নয়ন আমার হয়েছে নীরস
বরষি অশ্রুজল,
ভীখ্ মাগি মাগি হৃদয় আমার
নিরাশায় হীনবল ;
যাচ্ঞা দীনতা ঘুচাইয়া দাও
ওগো বিশ্বের প্রভু,
বুকে দাও বল চোখেতে অনল
না হতে ভিখারী কভু

(৬০)

মুখে তুমি বল বড় বুড় কথা
কাজে তুমি কর আর,
আশাহীন বুকে তাই আজ উঠে
বুকফাটা হাহাকার ;
সত্য কি তুমি বুঝিতে পার না,
সরল হৃদয়হীন
অথবা কপটী সর্পের মত
বিষভরা চিরদিন !

(৬১)

কি খেলা যে তুমি খেলিছ ঠাকুর
কিছুই পারি না বুঝিতে
সাধু হয় চোর, চোর হয় সাধু
ভেল্‌কি বাজীর বুলিতে ;
ভাব প্রকাশিতে নরে দিলে ভাষা,
আজ ভাষা ভাব লুকাতে,
বিশ্বের মানব সুবিহ্বল তাই
এই লুকোচুরি খেলাতে !

(৬২)

ছন্ন ছাড়া জীবনটারে লয়ে
কি যে করি ভেবে পাই না কূল,
অজ্ঞাতে মোর জম্‌ছে শুধু হেথা
একে একে ভুলের পরে ভুল ;
অজ্ঞান আঁধারে আর কত দিন
ভুলের নেশায় রহিব মাতি,
কবে যাবে ছুটি অজ্ঞতার মোহ
পরশি তরুণ তপন ভাতি।

(৬৩)

যাহা চেয়েছিনু পাই নাই তাহা,
পাইয়াছি যাহা চাই নাই,
বুক ভাঙ্গা দুঃখ ধরিয়া হৃদয়ে
চোখে জল লয়ে চলি তাই
এ চলার শেষ কখন হইবে
নাহি জানি কোথা কোন যুগে,
জানি তবে শুধু সকলের সনে
চলি অনিবার করম ভুগে।

(৬৪)

এক দিকে উদে সূর্য্য অরুণ সারথি,
অন্য দিকে অস্তাচলে যায় নিশাকর,
বিশ্বের উদয় অস্ত বিচিত্র ব্যাপার
তোমার খেলার পরে করিছে নির্ভর ;
আজ যারে দেখি উচ্চে মহত্ব গৌরবে
কাল সে ধূলির মাঝে চক্র বিবর্ত্তনে,
এই বিবর্ত্তন খেলা কি কারণে হয়
ক্ষুদ্র বুদ্ধি নর তাহা বুঝিব কেমনে।

(৬৫)

অনন্ত সময় স্রোত বহে নিরবধি
কুটা আমি তাহে ভেসে চলি,
বিশ্ব রহস্যের কিছু পারিনা বুঝিতে
মুখে শুধু মিছে কথা বলি ;
কে যে আমি, কি যে আমি কিছুই জানি না
বিশ্বকর্ত্তা ভাবি আপনারে
সংকীর্ণ গণ্ডীর মাঝে মূর্ত্তি ক্ষুদ্রতার
পিছলিয়া পড়ি বারে বারে।

(৬৬)

আপনারে পর, পরেরে আপন
করিয়া চলিয়া যাই
বিশ্বের মাঝে তাই সে আমার
দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই ;
যেদিন চিনিব আপন গোচা
পরেও বাসিব ভালো
কুয়াশা আঁধার কাটিয়া যাইবে
জ্বলিবে জ্ঞানের আলো।

(৬৭)

বহুদিন আগে গেয়েছিল কবি
মানব মনের খেল,
"হৃদয় মুখেতে হুঁহু সমতুল
কোটিকে গুটিক মেল" ;
এত কাল পরে আজো সেই কথা
জীবন্ত মূরতি ধরি
বুকেতে মোদের জাগাইছে ব্যথা
কঠিন আঘাত করি।

(৬৮)

সে যে ডেকে বলে "দেখ চেয়ে দেখ
এ দেশের সব ঠাঁই
হৃদয় মুখেতে হুঁহু সমতুল
একটা মানুষ নাই ;
শুধু মিছে কথা শুধুই ছলনা
শুধু প্রতারণা আর,
সবজান্তা আমি বিরাট পুরুষ
মনে এই অহংকার।

(৬৯)

আমি আছি তাই বাঁচিল দেশটা
নয় যেত রসাতলে ;
আমি—আমি—আমি উত্তম পুরুষ
ব্যাকরণ খ্যায় বলে ;
তুমি কাছে আছ চোখের লজ্জায়
তোমারে মধ্যম বলি,
অধম অপরে, হোক না তাহারা
রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, হলী।

(৭০)

আপনারে আমি বড় বলে জানি,
আর সবে ছোট বলে,
সে কথা অনেকে নাহি মনে তাই
মুচকি হাসিয়া চলে ;
যতই মুচকি হাস্থক তাহারা
মোর মন আছে দঢ়
কোটি নর শিরে স্থাপিয়া চরণ
আমি সকলের বড়।

(৭১)

সোনার বরণ আলোক লতা
সবুজ গাছের পরে
মাটির সনে যোগ নাই তার
এই গরবেই মরে ;
বাঁচতে হলেই খোরাকও চাই,
গাছের রসই টানে,
গাছটা যখন শুকিয়ে আসে
কপালে ঘা হানে।

(৭২)

পরগাছা পর গাছের পরে
শিকড় গেড়ে শোভে ভালো,
গাছের রসে সবুজ শরীর,
শেষে তাতে ফুলও হলো ;
গাছটা ভাবে খুব লাভই মোর
বিনা পয়সায় অলঙ্করণ
অনুতাপে কাঁদে দেখে
শুকিয়ে যাওয়া শাখার পতন।

(৭৩)

মানুষ হইয়া জনমেছি যবে
বাঁচিতে হইলে খোরাক চাই ;
বেকার সমস্যাসঙ্কুল দেশে
সোজা পথে তার উপায় নাই ;
লভিয়াছি তাই মহাস্ত্র দারুণ
কৌটিল্যের করি রুদ্র সাধনা
সবল জনারে ঠকাবার তরে
শুধু মিছে কথা আর ছলনা।

(৭৪)

চলেছিনু আমি আপনার মনে
উৎসাহ বুকে ধরি,
শত কথা শুনি উঠে মোর মন
দ্বিধা সংশযে ভরি ;
কভু ভাবি আছি, কভু ভাবি নাই,
বুঝিতে পারি না কিছু,
পারি না চলিতে দ্বিধা সংশয়
সদাই টানিছে পিছু।

(৭৫)

তোমারে ভুলিয়া চলেছিনু আমি
বিষম বিষয় বনে,
কণ্টকে ক্ষত চরণ আমার
ঝরিছে অশ্রু নয়নে ;
অবসন্ন মনে যেমনি তোমারে
স্মরণ করিনু আমি
অহেতুকী প্রেমে বিশুষ্ক মরুভূ
ভিজালে জগত স্বামী।

(৭৬)

জাতি কুষ্ঠ ক্ষতে আজ ভারত সমাজ পঙ্গু,
দিশাহারা সামাজিক যত ;
বিধির কলম পরে কলম চালায়ে তারা
সযতনে রক্ষে কুষ্ঠ ক্ষত,
বিধির বিধান হলো গুণ কর্ম্মে জাতি ভেদ,
জন্মগত জাতি গড়ে তারা,
পর পদ বিদলিত হয় বহু বর্ষ ধরি
তবু চক্ষু রাখে দৃষ্টি হারা।

(৭৭)

কোথা হতে আসিয়াছি কোথা যেতে হবে
কি কারণে এত ছুটাছুটি
কিছুই বুঝিনা তার ; পশুর তাড়নে চলি
অন্ধ হয়ে মুদি চক্ষু দুটি ;
আমার সে আমি যবে পথ দেখাইতে আসে
তার কথা কিছুতে না শুনি,
পশু বাক্য বেদ বাক্য, পশুর নির্দ্দেশ সত্য
পশুরে আপন বলে গুনি।

(৭৮)

দুজন দেখি আমার মাঝে, এক দেবতা একটা পশু
দুজনেতে খুবই লড়াই করে,
লড়াইএ কে হারে জিতে প্রথমে তা যায় না জানা,
শেষে দেখি দেবতা গেছে সরে;
পশুর সাথে করি খেলা করি প্রেমের কোলাকুলি,
দেবতা দূরে অশ্রু-সজল আঁখি ;
বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি, হাহাকারে বিশ্ব ভরি
পশুরে তবু আঁকড়ে ধরে থাকি।

(৭৯)

ভূতের বেগার খেটে মরি
দেখা নাই ভূতনাথের সনে,
পদে পদে ঠক্‌ছি তবু
নিজেরে চতুর ভাবি মনে ,
ভূতের সাথেই মিলি মিশি
ভূতের সাথেই করি খেলা,
ভূতনাথেরে চাইনা আমি,
বনেছি পাঁচ ভূতের চেলা।

(৮০)

বিশ্ব পঞ্চালিকা নাচে
সূত্রধরের সূতার টানে,
সূত্রধর যে কোথায় আছে,
দেখতে কেমন কে জানে
রাজা সেজে, বাদসা সেজে
সূতার টানে নেচে চলি,
আমিই নাচি আমিই কর্ত্তা
এই কথা সবারে বলি।

(৮১)

ছকে মোরে ঘুটি করে
আপন মনে কর্‌ছ খেলা,
কি যে খেল বুঝি না তা
ভাবি তারে হেলা ফেলা ,
তোমার টিপে আগিয়ে চলি,
কাটা পড়ে মরে বই,
আবার কভু তোমার টিপে
ঘোড়া, হাতী, মন্ত্রী হই।

(৮২)

সাগর ঢেউএ ভেসে চলি
আমার ভাঙ্গা ভেলায চড়ি,
হাল নাই তাই ভযে মরি
কখন যাই আবর্ত্তে পড়ি ,
শুনি তুমি নিপুণ নাবিক
অনেকেরেই কর পার,
আমার কি চঞ্চলাবর্ত্তে
ডুবে মরাই হবে সার।

(৮৩)

বিশ্বাসে মিলয়ে হরি, তর্কে বহুদূর
এই কথা বিশ্বাসীতে বলে,
সে বিশ্বাস কোথা পাব ? ঘোর সংশয়তে
মন মোর হেলে দুলে চলে ;
আছে কিনা আছে তাহা নারিনু বুঝিতে
আঁধারেতে ছুটে ছুটে মরি,
নির্ব্বান প্রদীপ যদি তুমি জ্বেলে দাও
যাত্রা করি বলিয়া শ্রীহরি।

(৮৪)

বিশ্বনাথের দরবারেতে
অহর্নিশি চল্‌ছে বিচার,
পাচ্ছে সবাই যার যে প্রাপ্য
ন্যায্য শাস্তি পুরস্কার ;
চলে না চালাকির ফাঁকি
স্বতঃ সত্য উঠে ফুটে,
কিছু শাস্তি কমান যায়
বিচারকের পাটে লুটে।

(৮৫)

দ্বিধা সংশয়ে দোলায়িত মনে
পাই না পরশ তব,
তুমি নাই এই মিথ্যা মায়ারূপ
দেখা দেয় নিতু নব ;
তুমি আছ তাই আছে এ জগৎ
এ প্রতীতি বল কবে
মনের দোলায় ত্রিভঙ্গ রূপেতে
স্থির ভাবে বসে রবে !

(৮৬)

তুমি তাছ আই আছে এ বিশ্ব
তুমি না থাকিলে নাই,
তুমি না থাকিলে বিশ্ব কণিকা
আমিও কোথাও নাই ;
তোমার বিভায় উজল বিশ্ব
বিশ্বরূপ যে তুমি,
বাঁচে ভূত গ্রাম, রবি, শশী, তারা,
তোমারি চরণ চুমি ;

(৮৭)

এ বিশ্বের পরমাণু হ'তে
নদ, নদী, রবি, শশী, তারা,
জন্ম লভি বাঁচি কিছুদিন
হয়ে যায় অনন্তেতে হারা ;
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হিন্দোলা
নিশি দিন চলিছে দুলিয়া
তুমিই বসিয়া হিন্দোলায়
বিশ্ব খেলা চলেছ খেলিয়া।

(৮৮)

খুঁজিনু তোমায় বেদে ও পুরাণে
আকাশে, ধরায়, জলে ও স্থলে,
তুমি কোথা আছ দেখিতে কেমন
কেহই আমারে দিলনা বলে ;
মোর বসিবার হৃদয় আসনে
চেয়ে দেখি তুমি রয়েছ বসি
কে তুমি কে আমি বুঝিতে পারি না,
এক হয়ে গেছি দুয়েতে মিশি।

(৮৯)

বিশ্ব যখন ছিল অচেতন
বিশ্বনাথের মননে,
রবি, শশী, তারা, ফুটে নাই যবে
বিশাল অসীম গগনে,
তখনোত আমি তোমার মানসে
বসেছিনু এক ধারে,
তোমার আমার গভীর মিলন
কভু কি টুটিতে পারে ?

(৯০)

কত শত বিশ্ব তোমার ইচ্ছায়
গড়িছে ভাঙ্গিছে হতেছে লয়,
আমিও রয়েছি তোমার ইচ্ছায়,
তুমি রাখ থাকি নহিলে নয় ,
তবু মনে ভাবি ভ্রান্তির বশে
আমি করি কাজ আপন মনে,
যাহা খুসী তাই পারি করিবারে
বাধা দিতে নারে অপর জনে।

(৯১)

কি খেলা যে তুমি খেল মোরে লয়ে
কিছুই পারি না বুঝিতে,
সারাটা জীবন কেটে গেল মোর
আপনার সনে যুঝিতে ;
তুমি বিশ্বরূপ বিশ্বজুড়ে আছ
এ কথাত চিতে ভাসে না
আমি যে তোমার খেলার পুতুল
এ কথাত মনে আসে না।

(৯২)

এত গণ্ডগোল কিসের লাগিয়া
কোন দিন নাহি বুঝি,
হীন স্বার্থ লয়ে সকলের সনে
প্রাণপণে যাই যুঝি ;
নিজ সুখ তরে, সকলের যাহা
কাড়িয়া লইতে চাই
সুখের বদলে তাই চিরদিন
দুঃখ হাহাকার পাই।

(৯৩)

মুখে বল এক কাজে কর আর
দাঁড়াবার নাই স্থির ভূমি,
হৃদয় মুখেতে দুঁহু সমতুল
সরল মানুষ নহত তুমি ,
তোমা অনুসরি চলিবার তরে
বল যবে গুরু চীৎকারে
বিহ্বল মানব পাবে না বুঝিতে
সরিয়া দাঁড়ায় এক ধারে।

(৯৪)

অহিংসা ও প্রেম, মৈত্রী ও করুণা
সাধিবারে বল অনুখন,
আপনি আচরি দেখাও যদ্যপি
হয় সে সবের আচরণ ,
মুখে বল প্রেম হাতে ধর ছুরি
ইহাতে কেহত ভুলিবে না,
মাথাহীন যা'রা তারাই হয়ত
সরল কপট বাছিবে না।

(৯৫)

মাকড় ধোকড় ন্যায়টিরে যদি
চালাও ন্যায়ের বিধান বলে
ক'জন মানুষ তোমার পদাঙ্কে
চরণ ফেলিয়া যাইবে চলে ?
সবারি মাথায় মগজ রয়েছে
বুদ্ধির অভাব কাহারো নাই,
ধাপ্পাবাজীতে বিশ্বজনারে
ঠকাইতে কেহ পারে না তাই।

(৯৬)

জোর আওয়াজে বইছে হেথায়
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী,
গর আবাদীর আবাদেতে
ডাল ভাতে তাই পড়ল টানাটানি,
জবর গলায় বল্‌ছে কর্ত্তা
পেটের পেটী টান আরো কসে
নইলে ভুঁড়ি পড়বে ঝুলে
মোদের দেওয়া বিপুল খাদ্য রসে।

(৯৭)

চালাও—চালাও—চালাও জোরসে
চালাও খেয়াল খুসীর খেলা
জগত বলিয়া আছে যে জিনিস
ভেঙ্গে তারে গড় এই বেলা
খোদার উপর খোদকারী করি
তুনিয়া দখল করিয়া লও
স্বপনে বাদশা সাজার মজাটা
চিৎপাত হয়ে বুঝিয়া লও।

(৯৮)

চিন্ময় তুমি, তুমি নিস্ফল,
অদ্বিতীয় নিরাকার
বাক্য মনেরও অগোচর তুমি
বুদ্ধিরও পরপার ;
কিরূপে তোমার পরশ পাইব
নাহি জানি কোন ফন্দি,
দেহ কারাগারে অবিদ্যা নিগড়ে
আছি তাই চির বন্দী।

(৯৯)

মর জগতের আলো ও আঁধারে
পড়েছি মুগ্ধ বিহ্বল হয়ে
চলেছি আঁধারে দেখি না আলোক
ঘিরিয়াছে মোরে ঘোর সংশয়ে ;
জ্ঞানে অজ্ঞানে চলিছে লড়াই
চাপিতেছে জ্ঞানে অজ্ঞান বল
মনে হয় যেন নব জলধরে
বিজলীর রেখা ক্ষীণ চঞ্চল।

(১০০)

তোমারে ছাড়িয়া চলেছিনু আমি
নিজেরে কর্ত্তা ভাবিয়া মনে,
আপনারে তাই ফেলিনু হারায়ে
শ্বাপদ সঙ্কুল নিরন্ধ্র বনে ;
কণ্টক আঘাতে কাতর হইয়া
তোমারে যখনি ডাকিনু আমি,
তব স্নেহ কোলে লইলে টানিয়া
অহেতু দয়াল জগত স্বামী।

(১০১)

সঙ্গীহীন তুমি খেল নিজমনে
জগতের খেলাঘরে
বিবিধ পুতুল গড়েছ জগতে
তোমার খেলার তরে,
তব খুসীমত খেলিয়া চলেছি,
মন কেন দিলে ছাই!
আমি আমি করি দুঃখের সাগরে
ডুবিয়া মরি যে তাই।

(১০২.)

কর্ম্মের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ইন্দ্রিয়
দশ জনে মিলি মোরে
বিপথে চালায়ে আনিয়া ফেলেছে
গভীর কানন ঘোরে;
তাহার উপর পাগল মনটা
তাদের চালায়ে চলে,
কি দুর্দ্দশা মোর ভাবিয়া পাই না
পড়িয়া কণ্টক দলে।

(১০৩)

এগার জনের মাথার উপরে
তুমি আছ এক জন
সবার চালক, কর্ত্তা সকলের
নাই রূপ দরশন ;
চোখ নাই দেখ, কান নাই শুন,
পা নাই কর গমন,
কিরূপ যে তুমি কোথা তথ্য পাব
ভাবিয়া বিহ্বল মন।

(১০৪)

বিশ্বকর্ত্তা তুমি আপনার কাজে
করি তুমি অবহেলা
মানবে লইয়া কর্ত্তা সাজায়ে
খেলিছ রঙ্গের খেলা ;
কর্ত্তা সাজিবার বিকট প্রয়াস
তুমিই দিয়াছ নরে,
জগত জুড়িয়া তাই এত দ্বন্দ
দেশে দেশে ঘরে ঘরে।

(১০৫)

কি খেয়াল তব, কি খেলা যে খেল
কিছুই বুঝিনা তার,
দুহাতে ঠেলিয়া চলিয়াছি তাই
অজ্ঞান ঘন আঁধার
বুঝিনা জগত, জগত-কর্ত্তা
আমি কে বুঝি না তাও,
বুঝেছি কেবল কর্ত্তার মতন
খেয়াল ধরিয়া যাও।

(১০৬)

সুখের লাগিয়া বাঁধিলাম ঘর
অনলে পুড়িয়া যায়,
বুকে হানি কর চোখে ঝরে জল
করি শুধু হায় হায়,
যাঁহার দুনিয়া, যিনি সুখময়,
তাঁহারে ফেলিয়া দূরে
সুখ কোথা পাব সুখ সুখ করি
সারাটা জগৎ ঘুরে।

(১০৭)

যিনি বিশ্বেশ্বর, সুখময় যিনি
যদি তাঁর হাত ধরি
জীবনের পথে চলি আগাইয়া
তাঁর পদ অনুসরি,
পাঁকে পড়িব না, রোদে পুড়িব না,
হেসে খেলে যাব চলি,
শেষে পঁহুছিব শান্ত সুখাশ্রয়ে
জয় দয়াময় বলি ।

(১০৮)

বিশ্ব খেলাঘরে তোমায় আমায়
খেলায় রয়েছি মাতি,
তুমি আর আমি খেলি দুইজনে
আর কেহ নাই সাথী ;
কিযে খেলা তব কিছুই বুঝি না
যেমন খেলাও খেলি,
চলি চোখ মুদি, মনে মনে ভাবি
চলেছি নয়ন মেলি ।

(১০৯)

আমি, আমি, করি আমি আছি কি না
মনে সন্দেহ ভার,
মনে করি আমি নিশ্চয় রয়েছি
গাঁথিয়া সম্বিৎ হার ;
পাঠশালে যবে যেতাম পড়িতে
সেই আমি আজো আছি
স্থবির দেহটা যদিও এনেছি
মরণের কাছাকাছি।

(১১০)

নিশ্চয় জানি আমি রহিয়াছি,
তুমি আছ তাই আছি
তুমি না থাকিলে থাকিতাম কিগো
এ মহাজগতে বাঁচি ?
রবি শশী তারা নাচিয়া চলেছে
তোমার খেলায় মাতি,
নাচিয়া চলেছি তাদের সোদর
আমিও সে দিবারাত্রি।

(১১১)

তুমি আর আমি দুয়ে মোরা এক
কোন ভিন্ন ভেদ নাই,
লোকে এই কথা বলিয়া বেড়ায়,
আমি সে কথায় নাই;
তুমি মোর প্রভু আমি তব দাস
এই কথা জানি সার,
মন প্রাণ দিয়া সেবা করে তব
ঘুচে মোর দুঃখ ভার।

(১১২)

সবে বলে তুমি রথের সারথি
বসিয়া পার্থের রথে,
দেখি তুমি বসে বিশ্ব নর রথে
চালাতেছ ঠিক পথে;
কত যুগ আগে ছিলে মরভূমে
নাহি জানি সমাচার
দেখিতেছি তুমি আছ প্রজ্ঞা রূপে
হৃদয়েতে সবাকার

(১১৩)

যেমন চালাও চলি সেই মত
এই কথা মুখে বলি,
কাজে কিন্তু আমি শত্রুর কথায়
উঠি বসি আর চলি ;
শত্রুরা আমার ঘর জুড়ে বসে
মালিক সেজেছে তারা
আপনারে তাই খুজে নাহি পেয়ে
হয়েছি আপনা হারা।

(১১৪)

জীবনের পথে চলিতে চলিতে
কত শত ভুল করি ;
ভুল ভেঙ্গে গিয়ে নব নব জ্ঞানে
মানস উঠিছে ভরি ;
এ নব জ্ঞানের প্রয়োগ কিরূপে
নাহি জানি কবে হবে
অপর জনমে হয় যদি তায়
স্মৃতি নাহি জেগে রবে।

(১১৫)

জীবনের শ্লেট ভুলে ভরে গেছে,
তুমি কিগো দয়া করে
দিবে অনুমতি নূতন করিয়া
আঁক কসিবার তরে ?
এ জনমে যদি হয় তবে ভাবি
নাহি হবে এত ভুল,
স্মৃতি মরে গেলে অপর জনমে
সকলি হবে ভণ্ডুল।

(১১৬)

তোমায় আমায় কিসের বাঁধন
ভাবি তাই চিরদিন,
তোমারে ধরিয়া বেঁচে আছি আমি
তা না হলে প্রাণহীন,
আমি না হইলে তোমারো চলে না
জমে না তোমার খেলা,
তবু কেন বল দুজনার মাঝে
বিরাট সাগর বেলা।

(১১৭)

তব ইচ্ছা হলে বিশ্বের উপর
হাসির লহর চলে
তবু কেন বল সারা পৃথিবীটা
ভাসিছে নয়ন জলে ?
জলে আঁখি ভরি মিছে স্তুতি করি
বলি তোমা দয়াময
নাহি বুঝি যদি এই হয় দয়া
নির্দ্দয়তা কারে কয় !

(১১৮)

তুমি প্রাণময় তাই এ জগতে
রহিয়াছি আমি বাঁচি,
স্বাধীনতা হীন পুতুল তোমার
যেমন নাচাও নাচি ;
স্বাধীন ধরিয়া সাজা দাও মোরে
এই কি ন্যায় বিচার,
আমার হাতেতে তামাক খেতেছ
আমি খাইতেছি মার।

(১১৯)

অন্তর গুহায় গোপনে বসিয়া
খেলিতেছ লুকোচুরি
তোমারে পাইতে আকুল পরাণ
যায় ছুটাছুটি করি ;
তোমাব পরশ পাবার ক্ষুধায়
ব্যাকুল হৃদয় মন,
তোমাব জ্যোতিতে আঁখি ঝলসায়
হয় না যে দরশন।

(১২০)

তোমাব দরশ পরশ লাগিয়া
কাঁদিছে আকুল প্রাণ,
অন্তর গুহায় গোপনে রয়েছ
পাই না কোন সন্ধান ;
দয়া করে যদি দেখা দাও তুমি
তবেই দেখিতে পারি,
কঠিন আমার করমের ফলে
তা না হলে কেঁদে মরি।

(১২১)

বাহিরের মোর খোরাক যোগাতে
ছুটিয়া ছুটিয়া মরি,
অন্তর মাঝারে বসে একজন
সে কথা কভু না স্মরি ;
অন্তর বাহির এক সুরে বাঁধা
হইবে কি কোন দিন
কিম্বা কাঁদি কাঁদি কাটিবে জীবন
আশা উৎসাহ হীন !

(১২২)

অন্তরে বাহিরে হবেনা মিলন
এ কথা অনেকে বলে ;
যুকতি তাদের মিশালে মিশে না
কভু তেলে আর জলে ;
তাই যদি হয় বাহির মরুক
অন্তর রহুক বাঁচি
স্বল্পায়ু বাহির, অনন্ত অন্তর,
এক ঝুটা আর সাঁচি।

(১২৩)

বিষম সংযোগ করিবার তরে
ছুটে যারা প্রাণপণে
নিজে কাঁদে তারা বহুরে কাঁদায়
সাধনার সমাপনে ;
বিরুদ্ধ প্রকৃতি মিলে না কখনো
এ কথা মানিতে হয়
জোর ক'রে উহা মিলাতে যাইলে
তীব্র বিষ উপজয়।

(১২৪)

প্রকৃতির বশে চলে ভূতগণ
অতিক্রমে সাধ্য নাই
প্রকৃতি যেমন করিবে তেমন
এ কথা জানে সবাই ;
অগ্নির প্রকৃতি পুড়াইয়া ফেলা,
ভিজাইতে পারে জল,
চোরের প্রকৃতি চুরি করে চলা,
মনে মুখে দুই, খল।

(১২৫)

ধৃষ্টতা স্পর্দ্ধায় ভরা যার মন
আপনারে বড় ভাবে,
তাহার সহিত শ্রদ্ধালু মানব
কেমনে মিশিয়া যাবে ?
মধু আর ঘৃত দুই দ্রব্য ভাল,
মধু মিশাইলে ঘৃতে
বিষ উপজিবে খাইলে মরিবে
পারিবে না বাঁচাইতে।

(১২৬)

সমান প্রকৃতি মনের মানুষ
কথা বলে তার সনে
জুড়ায় শরীর, জন্মে মহাসুখ
উৎফুল্ল হৃদি মনে ;
বিরুদ্ধ প্রকৃতি জনের সহিত
মিশিলে ক্ষণেক তরে,
ক্লান্ত হয় দেহ, মন ভেঙ্গে পড়ে,
হতাশায় প্রাণ ভরে।

(১২৭)

মোহের আবেশে চলিয়াছি আমি
ভ্রান্তির রথে চড়ি,
করিবার যাহা তুমি করিতেছ
আমারে করিছ ফড়ি ;
সুন্দর তোমার মহান তোমার
এই খেলা নাহি সাজে,
করি অনুনয় থামাও ও খেলা
মোর জীবনের সাঁঝে।

(১২৮)

সংসারে মজিয়া বেশ ছিনু আমি
করি সংসারের কাজ,
বিষয় বাহিরে আরো কিছু আছে
ভাবিতে পেতাম লাজ ;
হঠাৎ আসিয়া শ্রবণে পশিল
তোমার বাঁশীর সুর
বিষয়ের মোহ, ছুটা ছুটি করা
সব করে দিল দূর।

(১২৯)

হৃদ্দেশে বসিয়া সর্ব্বভূতে তুমি
যাইতেছ চালাইযা,
নাগর দোলনা যন্ত্রে চাপাইয়া
মারিতেছ ঘুবাইযা ·
যে ভাবে চালাও যন্ত্র তোমার
সেই ভাবে জীব চলে.
কোথা হতে আসে কর্ম্ম কর্ম্মফল
সেই কথা দাও বলে।

(১৩০)

সূত্রেতে গ্রথিত মনিগণ যথা
সূতা ধরিয়াই রহে,
এ বিশ্বের সব রহে তোমা ধরে
তোমা ছাড়া কিছু নহে
জগৎ প্রপঞ্চ তোমারি রচনা,
বসে আছ সব ঠাঁই,
অপরূপ খেলা, সব তোমা ধরে
তুমি সে সকলে নাই।

(১৩১)

লোকে বলে তুমি সৃজিলে জগৎ
মায়া ও প্রকৃতি লয়ে,
তারা করে কাজ তোমার ইঙ্গিতে
তুমি শুধু দেখ চেয়ে ;
তুমিই গড়িলে মায়া ও প্রকৃতি,
তুমি অদ্বিতীয় একা,
তোমারিত মায়া তোমারি প্রকৃতি,
ছেলে ভুলাবার ধোঁকা।

(১৩২)

দেহটা আমার দম্ভ করি বলে
আছি তাই বেঁচে আছ,
আমা ছাড়া তব অন্তর তোমারে
বাঁচাইবে ভাবিয়াছ ?
অবহেলি মোরে অন্তরেই যদি
যত্ন কর নিরন্তর
নিরালম্ব হয়ে ঘুরিয়া বেড়াবে
আশ্রয় করি অম্বর।

(১৩৩)

মানুষ যে তুমি যুক্তিই তোমার
ধরিবার খোটা হয়,
ভাবা বলা সব যুক্তির কষ্টিতে
কষিয়া দেখিতে হয় ;
তাঁহা না করিয়া খেয়ালের বশে
চল যদি অনুখন
খেযালী জীবেব মতই চলিবে
লইয়া বিহ্বল মন।

(১৩৪)

আমারিত মন, তাবে সাথে লয়ে
চলি আমি দিবা যামী,
মোহ ঘোরে চলি বুঝি না কিছুই
কে যে আমি, কি যে আমি ;
আমি নহি দেহ, নহি আমি মন,
কোথা আছি নাহি জানি,
চুণ ও হলুদে মিশালে যেমন
জন্মে লাল রঙ্গ খানি।

(১৩৫)

উষর মরুভূ হৃদয় আমার
গিয়াছে সে শুকাইয়া,
রসময় তুমি দয়া করে তারে
দাও রসে ভিজাইয়া ;
তুমি দয়াময় রসের সাগর
ঢালিয়া করুণা রস
সুতপ্ত মরুরে কর সুশীতল
কর তারে সুসরস।

(১৩৬)

গভীর গহ্বরে পড়িয়া গিয়াছি
শক্তি নাই উঠিবার,
অহেতুকী দয়া করি বিতরণ
কর মোরে উদ্ধার ;
কৃপা লভিবার কিছু নাই মোর
ধরি কৃপা যাহা দিয়া,
কিরূপে লভিব করুণা তোমার
তাও দাও শিখাইয়া।

(১৩৭)

দয়া বিতরণ স্বভাব তোমার,
দাও জগতের সবে,
আমারি বেলায় নিরদয় হয়ে
দারুণ কৃপণ হবে ?
যেমন গড়েছ হয়েছি তেমন,
রূপ গুণ নাহি ধরি,
অন্য পুতুলেরা সুন্দর বলিয়া
মোরে দিবে চুরি কবি !

(১৩৮)

চড়কের ঢাকে পড়িলেই কাঠি
চড়ুকের পিঠ খুবি সুড়সুড় করে
পিঠে কাঁটা গেঁথে চড়ক গাছের
মাথায় চড়িয়া পাকে পাকে ঘুরে মরে ;
বাছাই এব ঢাক উঠিলেই বাজি
বাছাই কাঙ্গাল ছোট বড় বেঁধে দল
ভোটরের দ্বারে ধরণা লাগায়
চলে সাধু বেশী ধাপ্পাও অবিরল।

(১৩৯)

সারাটা জীবন দেশ সেবা কাজ
করিয়াই চলিয়াছি,
দেশের সেবায় খাওয়া পরা চলে
ট্যাঁকে কিছু গুঁজিয়াছি ;
মানুষত আমি, সংসার রয়েছে
গৃহিণী ও ছেলে মেয়ে
দেশেরিত তারা, তাহাদেরো সেবা
করি দেশ মুখে চেয়ে।

(১৪০)

জেনো অপরূপ মোর সেবা কাজ
শক্তিরও সীমা নাই,
নিশ্চয় ঘটিবে দেশেতে দুদিনে
যেটিরে যেরূপ চাই ;
আমার প্রভাবে জমিতে ফসল,
গাছে ফুল ফল হয়,
আমি চাই বলে গাই দেয় দুধ,
দুষ্টে তবু ভণ্ড কয়।

(১৪১)

পরমাণু হতে বিরাট জগৎ
যেখানে যা কিছু আছে
তোমার স্বত্ত্বায় স্বত্ত্বাবান তারা
তোমারে ধরেই বাঁচে,
বিকশিত হয়ে হয়েছে জগৎ
তরু. লতা, শশী, রবি,
বিশ্বরূপ তুমি, তোমারি রূপেতে
বিশ্বে রূপবান সবি।

(১৪২)

গোলক ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছি
নাহি পাই কোন দিশা,
সূতা দাও ধরে যাইব বাহিরে
কেটে যাবে অমানিশা;
যত ছুটাছুটি সকলি বিফল,
তোমার পরশ পেলে
উদিবে তপন দেখিতে পাইব
তব মুখ হেসে খেলে.।

(১৪৩)

বাঁশী সুর তব শুনিবারে পাই
তোমারে দেখিনি কভু
জানি না তুমি কি চির খেলা সাথী
কিম্বা সকলের প্রভু ;
যে হও সে হও দয়া করে দাও
খুলে চক্ষু আবরণ,
দেখি তব মুখ কেটে যাক্ দুঃখ
সফল হোক জীবন।

(১৪৪)

স্বর্গে থাকে দেব নরকে অসুর
লোকে এই কথা কয়,
দেব ও অসুর দুই শ্রেণী জীব
মানবেরি মাঝে রয় ;
অপরূপ দেখি, আমার ভিতরে
দেব ও অসুর খেলে,
কখনো বা দেব কখনো অসুর
মোরে নিয়ে যায় ঠেলে।

(১৪৫)

একই মানুষ কখনো বা দেব
কখনো অসুর হয় ;
মজার এ খেলা বুঝা নাহি যায়
জনমে মনে বিস্ময় ;
যা'র গড়া দেব অসুরো তাহারি
এত ভেদ কেন তবে,
বাজিকরী খেলা, সাপ বাহিরায়
ফুলে ফুঁ লাগায় যবে।

(১৪৬)

ক্ষর ও অক্ষর দুই সমাবেশে
এ জগৎ উপজয়,
জগতের সব ক্ষরেতেই গড়া
অক্ষর একক হয় ;
হলেও অক্ষর এক অদ্বিতীয়
সেই জগতের প্রাণ
অক্ষর না হলে সব হতো জড়
নাহি হতো প্রাণবান।

(১৪৭)

প্রকৃতি ও মায়া জগত কারণ
খেলি অক্ষরের সনে
এই জগতের জন্ম-স্থিতি-লয়
রচিতেছে ক্ষণে ক্ষণে ;
কার হাতে গড়া কেবা সাক্ষী তার
জানা নাহি দরকার,
মায়া ও প্রকৃতি যার গড়া সেই
অক্ষরি সবার সার।

(১৪৮)

দেহ বাক্য মন এই তিন জন
লয়ে আর পাঁচ জন
চলে কাজ করে ; আমি করি কাজ
মনে ভাবি অনুখন ;
কাজ করে যারা আমার কে হয়,
কাজে কি সম্বন্ধ মোর
কে দিবে বলিয়া, কিরূপে কাটিবে
অবিদ্যা অজ্ঞান ঘোর !

(১৪৯)

বায়ু পিত্ত কফ এ তিন ধাতুতে
গড়া মানবের দেহ,
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণে মন
এড়াইতে নারে কেহ ;
ওই ধাতু তিনে ওই তিন গুণে
সমতা সদা না ধরে
কম বেশী ধরি দেহ ও মনের
পণ্ডিতে বিচার করে।

(১৫০)

কভু এক ধাতু কভু দুই ধাতু
দেহেতে প্রবল হয়,
বায়ু পিত্ত আদি বিভিন্ন নামেতে
দেহে রোগ উপজয় ,
সত্ত্ব রজ তম ও তিন গুণেরো
কম বেশী দেখা যায়
সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী বিভেদ
সুধীজনে কহে তায়।

(১৫১)

ধাতুর দোষেতে দেহে হয় রোগ,
গুণের দোষেতে মনে,
মোর দোষ আর মোর কর্ম্মভোগ
হয় বল কি কারণে ?
বিচার তোমার নাহি বুঝি, তুমি
চালবাজ খেলোয়াড়
নিরীহ তাঁতিরে বেঁধে মার তুমি
ধান খেয়ে গেলে ষাঁড়

(১৫২)

বিশ্বের রহস্য বড়ই জটিল
তা'তে কিছু নাহি আসে যায়
রহস্য বুঝার প্রয়োজনি কিবা
যার খেলা সেই খেলিয়া যায় ;
এ সব আপদ আমি আছি বলে,
আমি গেলে কোন আপদি নাই,
আমি যে কিছুতে ছাড়িতে চাহে না
এ মহা বিপদে পড়েছি তাই।

(১৫৩)

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তোমা হতে হয়,
তুমি জগতের মূল কারণ ;
আর যারা আসে মোদের সমুখে
করি কারণের রূপ ধারণ,
তারাত তোমারি গঠিত পুতুল
যাহা চাও তাই করিয়া চলে,
সম্মুখে দেখিয়া ভ্রমেতে পড়িয়া
মানুষে তাদেরো কারণ বলে।

(১৫৪)

মানুষের ধরা গোধূলির দেশ
আলো ও আঁধার দুই মিশ্রণে,
আলোটাই কম আঁধার অধিক
চকিত বিদ্যুৎ বিরাট ঘনে ;
আমি তোমা চিনি তুমি মোরে চিন
বলি এই কথা বিরাট রবে,
পরের কি কথা, নিজেরে চিনি না
বিচারি মনের ভিতরে যবে।

(১৫৫)

এ জীব জগৎ চিৎ ও অচিৎ
লয়ে বিসম্বাদ পণ্ডিতে করে,
যে যেমন বোঝে বলে সেই রূপ
সত্য সমাধান কাঁদিয়া মরে;
বিশ্ব রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন
মানুষের দ্বারা হতে কি পারে ?
এঁটেছে দরজা বিশ্ব খেলোয়াড়
খুলিবে ও দ্বার ধরিলে তারে।

(১৫৬)

প্রত্যক্ষ মোদের খুবি কম হয়
অনুমানে করি ভর,
চোখে ঠুলি বেঁধে জীবনের পথে
হই মোরা অগ্রসর ;
সন্দেহ, সংশয় তাই আমাদের
ক্ষণ তরে নাহি ছাড়ে,
পাব কি তোমারে এ মহাসংশয়
পশেছে মজ্জায় হাড়ে।

(১৫৭)

বিশ্ব খেলাঘর রচনা করিয়া
বাঁধিলে তাহারে নিয়ম ডোরে.
নিয়ম মানিয়া সকলেই চলে
তুমিও চলিছ নিয়ম ধরে ;
জড় ও অজড়, রবি শশী তারা,
চলিছে নিয়ম মানিয়া সবে
মুহূর্ত্তের তরে নিয়ম ভাঙ্গিলে
এই বিশ্ব খেলা ভাঙ্গিয়া যাবে।

(১৫৮)

তুমিই নিয়ন্তা বিশ্ব জগতের
তোমারি নিয়মে জগৎ চলে
নিয়মের সূত্র ধরিয়া চালাও
বিশাল্ বিরাট জগৎ কলে ;
নিয়ম অধীন আমরা সবাই
স্বাধীনতা বলে কিছুই নাই
কর্ম্ম, কর্ম্মফল কোথা হতে আসে
সেই কথা আমি জানিতে চাই!

(১৫৯)

বৈজ্ঞানিক বলে বিশ্বে তুমি নাই,
দার্শনিক বলে হয়ত আছ,
দূর হতে করি প্রণাম তাদের
অবোধ আমার হৃদয়ে আছ ;
অতি বুদ্ধি হলে বিপদ যে বাড়ে
এ কথাত সদা প্রবেশে কানে,
কারণ বিহীন কার্য্য নাহি হয়
এই সাদা কথা শিশুও জানে।

(১৬০)

বিশ্ব মায়া নহে, নহে ইন্দ্র জাল
নহে ইহা মতিভ্রমের ফল,
এরে সত্য বলে পাণ্ডিত্য বর্জ্জিত
সাধারণ বুদ্ধি মানব দল ;
জীবগণ হেথা করে নিত্য কাজ
ইন্দ্রিয় ও মনে করিয়া ভর,
সেথা সত্য কহে, রহস্যের বেলা
মিথ্যা কবে একি সম্ভবপর।

(১৬১)

চোখে যাহা দেখি, কাণে যাহা শুনি
নাড়িয়া চাড়িয়া পরশ করি,
মোর কাছে তাই সত্য মনে হয়,
জীবনে চলি যে তাহাই ধবি ,
ইন্দ্রিয়েরা যদি মিথ্যা কথা বলি
ঠকায়, তাহলে উপায় নাই,
ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞান
লভিবার পথ জানি না ভাই।

(১৬২)

সান্ত বুদ্ধি দিয়ে অনন্ত তোমারে
জানি না কিরূপে গ্রহণ করি,
সসীম মনেতে এত ঠাঁই নাই
যেখানে তোমারে বসাতে পারি,
অহেতুকী কৃপা করিয়া প্রকাশ
যদি তুমি এস হৃদয়ে মোর
জ্বলিয়া উঠিবে জ্ঞানের প্রদীপ
দূরে চলে যাবে অজ্ঞান ঘোর।

(১৬৩)

সুখ আর দুঃখ জীবনের সাথী
ও দুয়ে সমতা কিরূপে হবে?
যত দিন রবে দেহ ও ইন্দ্রিয়
সুখ দুঃখ ভয় লেগেই রবে;
যাহার যে ধর্ম্ম ছাড়িবে কি করে?
শীতল আগুন, আঁধার আলো,
ক্ষুধাহীন জীব, চিন্তাহীন নর
এ কল্পনা শুধু শুনিতে ভালো।

১৬৪)

বিশ্বরূপ তব দেখিতে হইলে
দিব্য দৃষ্টি চোখে লভিতে হয়,
তোমার স্বরূপ তাতেও মিলে না,
বিশ্বরূপে তাহা ডুবিয়া রয়;
প্রজ্ঞার দৃষ্টিও স্বরূপ লভিতে
না পেরে দূরেই পড়িয়া থাকে,
স্বরূপের দেখা সেই শুধু পায়
তুমি দয়া করে দেখাও যাকে।

(১৬৫)

নিজ খেলা তরে বিশ্ব খেলাঘর
সাজায়েছ নিজ মনের মত
ভিন্ন রূপ গুণ বিচিত্র পুতুল
খেলার লাগিয়া গড়েছ কত,
রঙ্গী খেলোয়াড় রঙ্গ দেখিবারে
পুতুলের মাঝে স্থাপিলে মন,
হাত পা'র সনে মনো আমাদের
তাই নেচে চলে সারাটি ক্ষণ।

(১৬৬)

রয়েছে জগৎ বিরাট বিশাল
কোটি কোটি জীব বুকেতে ধরে,
জগৎ কারণ তুমিও রয়েছ
খেলি জগতের খেলার ঘরে,
জড় চিতে মেশা বিশ্ব ভূত গ্রাম,
চিন্ময় তোমার দ্বিতীয় নাই,
তোমা পেতে হলে কোন পথ ধরে
যেতে হবে মোরে বল না'তাই।

(১৬৭)

লভিয়া জগতে মানব জনম
আপন পীরিতে মজেছি যবে
জীবন সফল করিবার তরে
ত্রিভঙ্গের কাছে যেতেই হবে,
সৃষ্টি স্থিতি লয় করিছেন যিনি
ত্রিভঙ্গ মোদের সবার প্রাণ,
তাঁ ছাড়া হয় না আত্ম অনুভূতি
দুঃখ ত্রয় হতে হয় না ত্রাণ।

(১৬৮)

নহে অনুমান, নহে উপমান
পেয়েছি প্রমাণ রয়েছ তুমি,
তোমারে ধরিয়া সবে প্রাণবান
অনু ও হিমাদ্রি-আকাশ চুমি;
অন্ধ যাহারা পায় না দেখিতে
ভাবে তারা তুমি কোথাও নাই,
খেলার আনন্দ মিলে না তাদের
খেলার আসরে পায় না ঠাঁই।

(১৬৯)

সুখ এষণায় সবাই চলিছে
ছুটাছুটি করি জগৎ পরে,
বিদ্যা, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ
বঁড়সি ফেলিয়া দেখিছে ধরে ;
সুখ নাই তা'তে দুঃখ ভরা সব,
সুখ সুখময়ে শাস্ত্রেতে রটে,
সুখময় যিনি দেখি বসে তিনি
মন-মনিপুরে দেহের ঘটে।

(১৭০)

বিশ্ব নরগণ তোমারে পাইতে
চলে নিজ নিজ খেয়ালে চড়ে,
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ত্রিবিধ পথের
শত শাখা পথ রয়েছে পড়ে ;
সবাই ভাবিছে তারি পথ ঠিক,
ভুল পথে চলে অন্যেরা সবে,
সব পথই ভুল, সেই ঠিক পথ
হৃদে বসে তুমি দেখাও যবে।

(১৭১)

চোখ বেঁধে মোর খেল কানামাছি
হাসি পায় আর হাতাড়ে মরি,
কাছে থেকে তুমি সাড়া দিয়ে যাও
মনে হয় তোমা এখনি ধরি ;
ধরিতে না পারি আকুল হইয়া
শেষেতে যখন কাঁদিয়া ফেলি ;
ধরি হাতে মোর কোলেতে টানিয়া
খুলে দাও মোর চোখের ঠুলি।

(১৭২)

বিশ্বের মানব মনোময় মোরা
নহি চোখ কান নাসিকা নহি,
নহি হস্ত পদ ইন্দ্রিয়ও নহি
তবুও আমরা দেহেই রহি ;
আমাদের এই দেহের ভিতরে
সবাই আমরা গোপনে থাকি
বিশ্ব নর নারী সবে মোরা গোপী
নিজেদের তাই গোপীই ডাকি।

(১৭৩)

জগত জীবন হে আনন্দময়.
সদাই খেলায় মাতিয়া রও,
রাসের নাচেতে খেলা জমাইতে
গোপীর কাছেতে ভিখারী হও ;
রাস' নাচ কভু একাকী হয় না,
না পেলে গোপীরে হয় না খেলা
আমরাও তাই তোমারে ধরিয়া
হেসে নেচে চলি নাচের বেলা।

(১৭৪)

তোমারে দেখিতে জগত জীবন
বিশ্ব জীব মোরা ছুটিয়া মরি,
সব কালে তুমি সব ঠাঁই আছ
তবুও বুঝি না কি দিয়ে ধরি ;
সত্য শিব তুমি সুন্দরও তুমি
তোমা না পাইলে বিফল সব
রবি শশী তারা হয় শোভাহীন
স্বাদ হীন হয় বিহগ রব।

(১৭৫)

নানা বেশে তুমি সদা দেখা দাও
নাপিত নাপ্তিনী, মালিনী মালী,
অনন্ত বেশের ধাঁধার মাঝেও
ত্রিভঙ্গে তোমায় ধরিয়া ফেলি ;
বিশ্বরূপ তুমি তোমায় দেহেতে
চলে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের রঙ্গ
মনের মাঝারে দেখা দিবে বলে
হইয়াছ বুঝি তিনটি ভঙ্গ।

(১৭৬)

রাধা কহে ওগো বৃন্দা বেদ বুড়ি
তুমি যা বলেছ সত্যিই তাই,
যাহা লেখা পড়ে যমুনার তটে
জীবন প্রবাহে দেখি যে তাই ;
ত্রিভঙ্গের সাথে মিলিব কিরূপে
সেই তথ্য এবে শিখাও মোরে
জীবনের পথে কিরূপে চলিব
লভিতে ত্রিভঙ্গে সঙ্কট ঘোরে।

(১৭৭)

দরশ পরশ লভিতে তোমার
আকুলি বিকুলি করিছে মন,
আমারি ভিতরে রয়েছ গোপনে
দেখাবার নাই আপন জন ;
জানি না বলিয়া যত দুঃখ পাই
অজ্ঞান আঁধারে হোঁচট খাই ;
অহমিকা বশে সত্যে মিথ্যা ভাবি
কাঁটাবন ধরি চলিয়া যাই।

(১৭৮)

অসীম তোমারে সসীম মনেতে
বুঝিতে পারি না কিরূপে ধরি,
এক পোয়া পাত্রে এক সের দুধ
কে বলিয়া দিবে কিরূপে ভরি ;
আমার বুকেতে তব বসিবার
আসন মেলার ঠাঁই যে নাই,
দয়া করে যদি ছোট হয়ে এস
তবেই তোমারে বুকেতে পাই।

(১৭৯)

জগতে সবাই তোমার আপন
প্রিয় দ্বেষ্য তব কেহই নয়,
তবে কেন বল বিরাট বিভেদ
জগতের বুকে জাগিয়া রয়;
কারো দুধে চিনি, কারো শাকে বালি
ধনী দীন সদা দেখিতে পাই,
এ বিভেদ যদি কর্ম্মফলে হয়
তোমারে ছাড়িয়া কর্ম্মই চাই।

(১৮০)

বিশ্বের রহস্য বুঝিনু না কিছু,
গড়েছ জগৎ ধাঁধায় ভরে;
যে বুদ্ধি দিয়েছ তাই ধরে চলি
কাজের সময় পড়ে সে সরে;
ধাঁধা সমাধানে বুদ্ধি পঙ্গু হয়
পড়ি গিয়া শেষে কাঁটার বনে
ধাঁধায় ফেলিয়া কি যে সুখ পাও,
বাধে নানা গোল বিহ্বল মনে

১৮১

শাস্ত্র গুরু মেনে জীবনে চলিতে
উপদেশ দেয় অনেকে মোরে
তবুও যে দেখি বিষম বিপদ
পড়িতে হয় যে সংশয় ঘোরে;
আচার্য্যে মোল্লাতে মারামারি করে,
কুশে ও ক্রুশেতে একতা নাই,
মন্দির মস্‌জেদ্‌ ঢেকে রাখে তোমা,
চাহিনা তাদের, তোমারে চাই।

(১৮২)

বাজারে দোকানী হাঁকে জোর গলা
সবা পরে তারই জিনিস খাঁটি,
খাঁটি মেকি মাঝে পাইনা তোমারে
সাধনা আমার হয় যে মাটি,
দোকানেতে শুধু কেনা বেচা হয়
সেখানে তোমার দেখা না পাই,
মন মনিপুরে বসিয়া রয়েছে
গোপনে তোমায় মিলি যে তাই।

(১৮৩)

আপনারে তুমি প্রকাশ করিতে
বিশ্বের মাঝারে যেতেছ চলি,
নিত্য নিরঞ্জন হ্রাস বৃদ্ধি নাই
তবু নানা রূপে যেতেছ ছলি ;
জড় নেড়ে চেড়ে বিজ্ঞান’ও জড়
তোমারে ধরিতে ছুটিয়া মরে,
তুমি প্রাণময় বিজ্ঞান সে জড়
জড়ে ও অজড়ে মিলে কি করে

(১৮৪)

পৃথিবীতে বসে বহু কোটি নর
ভিন্ন রূপ রঙ্গ, ঐক্যতা নাই,
সব দিক দিয়া তুটি এক নয়
বাহিরে যেমন ভিতরে তাই ;
আপন আপন করমের ফল
নিজে নিজে মোরা ভুগিয়া চলি,
সমাজে থেকেও স্বতন্ত্র আমরা,
সমাজের দাস মিছাই বলি।

(১৮৫)

নট রাজ তুমি নাচিয়া চলেছ
চির বিবর্ত্তন মঙ্গল কাজে,
রাঙ্গা পায়ে তব সোনার নূপুরে
চরৈবেতি গীতি মধুর বাজে,
মঙ্গল পূরিত তোমার জগত
অমঙ্গল বলে কিছুত নাই,
অজ্ঞান তিমিরে পাই না দেখিতে
শুভেরে অশুভ ভাবি যে তাই।

(১৮৬)

শুভাশুভ জ্ঞান হারায়ে ফেলেছি
প্রেয়ে শ্রেয় ভাবি ছুটিয়া চলি ;
কার্য্য কারণের কিছুই বুঝি না,
ঘোলাটে বুদ্ধিরে বিমল বলি ;
চক্ষু আবরণ কবে খুলে যাবে
দেখিতে পাইব সত্যের মুখ,
বিমল দিঠিতে দেখিব কখন
আসলে জীবনে কি সুখ দুঃখ।

(১৮৭)

সুখ বলি যাহা ধরি আঁকড়িয়া
বুকেতে জাগায় দহন জ্বালা,
দংশে সর্প হয়ে কণ্ঠে ধরি যারে
ভ্রান্তিতে ভাবিয়া ফুলের মালা
এই ভ্রান্তি মোহ কখন কাটিবে,
বুদ্ধি প্রজ্ঞা দেখি সহায় নয়,
স্বজ্ঞা যদি কভু নিজে ফুটে ওঠে
বাঞ্ছা লাভ তবে সহজ হয়।

(১৮৮)

তোমার জগৎ নিয়ন্ত্রিত কল,
তোমার নিয়ম মানিয়া চলে ;
পরমাণু হতে জ্যোতিষ্ক বিশাল
কারো নাই কিছু স্বাতন্ত্র বলে,
তুমিই রচেছ নিখিল জগত
রচেছ নিয়ম বুদ্ধির পার,
অপরূপ কল, নাই মেরামতি
প্রয়োজন নাই তেল দিবার।

(১৮৯)

তোমার নিয়ম ধরিবার তরে
মানুষে খাটিছে পাগল পারা,
ভাবিছে লভিবে যে ভাবে সে লভে
মানুষের রচা আইন ধারা ;
ভাবে তারা তুমি তাঁহাদেরি মত
পাঁচীরেতে ঘেরা শকতি তব,
বুঝিতে পারেনা করে পণ্ডশ্রম
রচনা করিতে বিধান নব

(১৯০)

আলোকের গতি ধরে চলিলেও
বহু কোটি বর্ষে মিলে না পার
যেই জগতের, সে মহা জগত
তব পাদপীঠ, অংশ তোমার ;
তুমি ও মানুষ একি ভাবে যারা
ভাবে যারা তুমি তাদেরি সম
মনে হয় কোথা ঘটিয়াছে গোল
ঘিরেছে তাদের ভ্রান্তির তমঃ।

(১৯১)

তোমারি রচিত মানুষ আমরা
জগৎকলের সগোত্র সবে,
কেন মেরামতি কেন তেল দেওয়া
আমাদের বেলা করিলে তবে ;
মোর সাথে যদি পরামর্শ করি
বিশ্ব জগত রচিতে ভাই
এত গণ্ডগোল, এত হা হুতাস,
এত আঁখিজল থাকিত নাই।

(১৯২)

পরামর্শ মোর শুন যদি বলি
ডুবাও জগত প্রলয় জলে,
রবি শশী তারা নিবে যাক্ তারা
বিশ্ব শুয়ে থাক আঁধার তলে ;
তুর্ব্বল পীড়ন, দ্বন্দ, মারামারি,
কুটনীতি, রণ থামিবে তবে,
ইচ্ছা হলে পরে নব রচনার
নিমিষেই তাত রচিত হবে।

(১৯৩)

সুখ দুঃখ বোধ চলে যাবে যাতে
সে মুক্তি লইয়া বল কি হবে,
আমিত্ব বিলীন সর্ব্ব-বোধ-হীন
মূর্চ্ছাহত হয়ে থাকিতে হবে ;
তার চেয়ে ভাল আঁসিব যাইব,
করিব করম ভুগিব ফল,
পূজিব তোমারে লভিব করুণা
বুঝিব তোমার খেলার ছল।

(১৯৪)

তোমার খেলায় মাতিয়া রহিব
সুখে যোগ দিয়া তোমার সনে
কখনো হারিব কখনো জিতিব,
কথা কব দুয়ে গোপন কোণে ;
সেই ভাল মোর, নির্ব্বাণ চাহি না
আত্মহত্যা সেত সবের নাশ
তোমারে পাব না নিজে মুছে যাব
তাইত করি না নির্ব্বাণ আশ :

(১৯৫)

নির্ব্বাণ লাভত নিবাইয়া যাওয়া
কিছুই পাওয়াত তাহাতে নাই,
আসিব যাইব তোমারে সেবিব,
কাজ করে যাব এইত চাই ;
প্রদীপের মত জ্বলিয়া চলিব,
দাহ আছে তাতে আলোও আছে,
তেল ফুরাইলে তুমি দিবে তেল
রব তাই সদা তোমার কাছে।

(১৯৬)

বিশ্বরূপ তুমি নিতুই নূতন
বিশ্ব চলিয়াছে বিবর্ত্ত স্রোতে,
বিশ্ব ভূত গ্রাম মোরাও চলেছি
প্রাণপণে ভাসি ধরি সে স্রোতে ;
সাক্ষী বলে তোমা, সত্যি তুমি যন্ত্রী
বিশ্বযন্ত্র চলে তোমার হাতে
জগৎ তোমার, একা যন্ত্রী তুমি
নাই ভ্রান্তি, নাই সন্দেহ তাতে।

(১৯৭)

এ জগতে আর কোন কিছু নাই
আছ অদ্বিতীয় জগত সার,
নিজে বিকশিয়া হয়েছ জগৎ
তোমা ছাড়া নাই কিছুই আর ;
একমাত্র গতি তুমি সকলের
মোরে তাই আজ সপিনু পায়,
রাখিলে থাকিব মারিলে মরিব
কিছু মাত্র দুঃখ নাহিক তায়।

(১৯৮)

আপনা লইয়া ভুগেছি অনেক
আপনাতে আর বিশ্বাস নাই,
সর্ব্বস্ব আমার গুটাইয়া লয়ে
তোমার চরণে সঁপিনু তাই ;
যেমন রাখিবে থাকিব তেমন
শাসন করিলে মানিব সুখ,
সুখময় তব কোমল পরশে
কখনো ফুটিতে পারে না দুঃখ।

(১৯৯)

তোমার চরণে শরণ লইয়া
ভয় নাই আর কিছুতে মোর
কেটে গেছে মোর অজ্ঞান আঁধার
কেটে গেছে মোর অবিদ্যা ঘোর ;
আমি আমি করি কেঁদেছি অনেক
আমি কোথা আছি খুজে না পাই,
সুদৃঢ় শরণ তোমার চরণ
বুকে আঁকড়িয়া ধরিনু তাই।

(২০০)

নবীনা ধরণী দেখা দিত যবে
নিতু নব নব মোহিনী বেশে,
শত শত ফুল উঠিত ফুটিয়া
ভরি চারি ধার রূপে ও রসে ;
বিহগ গাহিত মঙ্গল আরতি,
রবি শশী তারা বাঁধা রোশনাই,
সেদিনের আজ হইয়াছে শেষ
স্মৃতি রেশ জাগে দেখিতে পাই

(২০১)

পিছে মুখ ফিরি চাহিয়া দেখিলে
উষার প্রান্তর দেখিতে পাই,
সম্মুখে চাহিলে কালো ছায়া ছাড়া
তথায় বিশেষ কিছুই নাই;
পিছনে সমুখে দুকূলেই মোর
নাহি কোন খানে আপন জন,
ভয় নাহি করি তুমি আছ মোর,
ধরে আছ মোর সারাটি ক্ষণ।

(২০২)

শৈশবের পরে আসিল কৈশোর
যৌবন আসিল নিয়ম ধরে,
যন্ত্র বিবর্ত্তনে সিনেমায় চলে
পরিবর্ত্ত স্রোত পটের পরে ;
পট ঘুরে গেল, জরা দেখা দিল
রুগ্ন পদে যষ্টি সম্বল করি ;
পট ঘুরিলেও আমি রহিয়াছি
চঞ্চল শৈশবে স্মরণ করি।

(২০৩)

পৃথিবীতে যারা লভেছে জনম
মরিবে তাহারা, এত নিশ্চয়
মরণত শুধু পট বিবর্ত্তন,
তাহাত কিছুই ভয়ের নয় ;
নিতুই নূতন হতেছে জগত
পুরাতন সব যেতেছে মরে;
বাজিকর খেলে নূতনের খেলা
কে চাহে রহিতে পুরাণো ধরে ?

(২০৪

কাপড় ছিঁড়িলে আমিত ছিঁড়ি না,
নূতন কাপড় পরিয়া লই ;
আমার কাপড় দেহখানা যবে
ছিঁড়ে পুড়ে যায় আমিত রই ;
দেহবস্ত্র ম'লে আমি মরে যাব
এ কথা শুনিয়া হাসিতে হয়
চির বেঁচে থেকে জগতের শেষে
জগত কারণে হইব লয়।